Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চব্বিশ পরগনা জেলার (১৯০৫-৩৪) বৈপ্লবিক আন্দোলন – একটি সমীক্ষা

অরবিন্দু সরদার

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

শরৎ সেন্টীনারী কলেজ, ধনিয়াখালী, হুগলী

E-mail : arabindu123@gmail.com

সারসংক্ষেপ : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সমস্ত স্থান, অঞ্চল, জেলা ও রাজ্য বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে চব্বিশ পরগনা জেলার (১৯০৫-৩৪) বৈপ্লবিক আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। বজবজ দুর্গ (১৭৫৬, ২৯শে ডিসেম্বর) দখলের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার মাটিতে প্রথম পা রাখে। এরপর মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধের পর লর্ড ক্লাইভ চব্বিশ পরগনা জেলার জমিদারী স্বত্ব লাভ করে (১৭৫৭, ১৫ই জুন)। চব্বিশ পরগনায় প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে ১৮৬১ সালে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। বারুইপুর রাসমাঠে অনুষ্ঠিত স্বদেশ চৈত্র মেলার কার্যক্রম চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে স্বদেশ প্রেমের চেতনা সঞ্চারিত করেছিল। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর, বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সক্রিয় করে। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক চাংড়িপোতা গ্রুপ গঠন, অনুশীলন সমিতিতে যোগদান, যুগান্তর বিপ্লবী দল গঠন ও তার কার্যকলাপ অলোচিত হবে। 'সাধন সংঘ', ব্যায়াম সমিতি', 'শান্তি সংঘ', বুড়ুল প্রজাহিতৈষীনি সমিতি' গড়ে ওঠে চব্বিশ পরগনা জেলায়। এই সকল সমিতির দুটি বিভাগ ছিল 'প্রকাশ্য' ও 'গোপন'। বিপ্লবীরা অর্থসংগ্রহের জন্য স্বদেশী ডাকাতি করত যার মধ্যে 'ন্যাতরা স্টেশন' ও 'চাংড়িপোতা রেলস্টেশন' ডাকাতি হল অন্যতম। এই প্রবন্ধে চব্বিশ পরগনার বিপ্লবী কেন্দ্রগুলি যেমন- বিপ্লবতীর্থ জয়নগর মজিলপুর, বিপ্লবী নিকেতন বুড়ুল, ডায়মন্ড হারবার, চাংড়িপোতা, কোদালিয়া, বারুইপুর, হরিনাভি, রাজপুর, বজবজ, দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, বরানগর প্রভৃতি স্থান নিয়ে আলোচনা হবে। সর্বপরি বিপ্লবী আন্দোলন প্রসারে আধুনিক রাস্তা ও রেলপথের ভূমিকার পাশাপাশি নারী বিপ্লবীদের নিয়ে আলোচনা হবে।

সূচক শব্দ : চব্বিশপরগনা জেলা, জাতীয়তাবাদ, বৈপ্লবিক আন্দোলন, সংগঠন, সভা, সমিতি, স্বাধীনতা সংগ্রাম।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

১৭৫৬ সালের ২৯শে ডিসেম্বর[১] যুদ্ধের নামে প্রহসন করে বজবজ দুর্গ দখলের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মাটিতে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী বা পক্ষান্তরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর মিরজাফরের হাত ধরে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী তথা লড় ক্লাইভ চব্বিশ পরগনার জমিদারী লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তি বাংলায় যে মাটি পেয়েছিল তার পরিপূর্ণতা লাভ করে জমিদারী অধিকারের মধ্যে দিয়ে। জেলা হিসাবে চব্বিশ পরগনার জন্ম হয় ১৭৫৭ সালে ২০শে ডিসেম্বর। এরপর নবাব মিরজাফরের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার দক্ষিণ থেকে কুলপি পর্যন্ত বিস্তৃত ২৪টি মহলের জমিদারী স্বত্ত্ব লাভ করে।[২] হুগলী নদীর তীরে একটি মার্বেল ফলকে এই দানের কথা উৎকীর্ণ আছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আঠারো শতকের সরকারী দলিলে চব্বিশ পরগনাকে 'কলকাতার জমিদারি' (Zamindari of Calcutta) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হান্টার সাহেব 'কলকাতার জমিদারি' ও 'চব্বিশ পরগনার জমিদারি'-এই দুটিকে সমার্থক অভিধারূপে ব্যবহার করেছেন।

যাইহোক, পরবর্তীকালে চব্বিশ পরগনা জেলাকে আটটি মহকুমাতে বিভক্ত করা হয়েছিল সেগুলি হল-ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর, আলিপুর, দমদম, ব্যারাকপুর, বারাসাত, বসুর হাট (বসিরহাট) এবং সাতক্ষিরা।[৩] এই সময় চব্বিশ পরগনা জেলা ও মহকুমাগুলির যে সীমানা ছিল তা ১৮৬১ ও ১৮৬৩ সালে পরিবর্তিত হয়। কলকাতা সহ হুগলী নদীর পশ্চিমদিকের গ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে সুন্দরবন ও সমুদ্রকূল অঞ্চলকে তখন যুক্ত করা হয়। ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রান্তরে বাংলা তথা ভারতের যে স্বাধীনতার অস্তমিত হয়েছিল পূর্ব দিগন্ত লাল হয়ে সেই স্বাধীনতার সূর্যই ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘোষণা করে ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট। মাঝখানের দীর্ঘ সময় ধরে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল তাতে চব্বিশ পরগনার বিপ্লবীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

চব্বিশ পরগনায় প্রথম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬১ সালে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনা সভা' স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। এই সভা প্রতিষ্ঠা করেন বোড়াল গ্রামের রাজনারায়ণ বসু, তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে নবগোপাল মিত্র 'স্বদেশী চৈত্র মেলা' বা হিন্দু মেলার প্রবর্তন করেন যা বারুইপুরের রাসমাঠে ১৮৬৯ এবং ১৮৭২ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্বদেশী মেলার কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে স্বদেশ প্রেমের চেতনা সঞ্চারিত হয়েছিল চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে।[৪]

লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর করলে ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে ২৪ পরগনা জেলা ও আন্দোলন মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার দেখিয়েছেন বাংলায় বিভিন্ন জেলায় যে বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দল। চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী আন্দোলনে তিনি ছিলেন 'বর্ণময় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব'।[৫] বাংলায় চাংড়িপোতায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিপ্লবীকেন্দ্র – 'চাংড়িপোতা গ্রুপ'। অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

১৯০৫ সালে। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন, পরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে যুগান্তর দল গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। এই যুগান্তর দলের কার্যকলাপ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে মাহিনগরে সক্রিয় ছিল সাতকড়ি ব্যানার্জীর দল, খড়দাতে কালিপদ মুখার্জীর দল, খগেন চ্যাটার্জীর দল বরানগরে এবং সুধীর রায়-এর নেতৃত্বাধীন দল ভাটপাড়াতে।[৬]

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়। তরুণ বিপ্লবীদের সংগ্রহ করার জন্য গ্রামের বিভিন্ন স্থানে একদিকে কুস্তির আখড়া ও ব্যায়ামগার গড়ে ওঠে অন্যদিকে অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল-এর আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় সাধন সংঘ, ব্যায়াম সমিতি, শান্তিসংঘ, বুড়ুল প্রজাহিতৈষীনি সমিতি প্রভৃতি গড়ে ওঠে চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থানে। এই সংগঠনগুলিতে 'প্রকাশ্য' ও 'গোপন' নামে দুটি বিভাগ ছিল।[৭] প্রকাশ্য বিভাগের আত্মনিবেদিত বিপ্লবীদের প্রধান কাজ ছিল দেশের জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার বিকাশ ঘটানো ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। বাছাই করা বিপ্লবীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল গোপন বিভাগ যেখানে তাদের রাইফেল ও রিভালভার চালানোর শিক্ষা দেওয়া হত। এই সদস্যরা মূলতঃ অত্যাচারী, নিষ্ঠুর শাসকদের গোপনভাবে ও প্রকাশ্য হত্যা করত। এই সময় বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। অনেক সময় কোন কোন জমিদার বা বিত্তশালী ব্যক্তি বিপ্লবী কাজকর্ম চালানোর জন্য অর্থ দান করতেন। কিন্তু এর পাশাপাশি স্বদেশী ডাকাতির মাধ্যমে বিপ্লবীদের অর্থ সংগ্রহের কথা জানা যায়, যার মধ্যে 'ন্যাতড়া স্টেশন' ও চাংড়িপোতা রেল স্টেশন ডাকাতি হল অন্যতম।[৮] প্রথম রেল ডাকাতি হয় চাংড়িপোতা স্টেশনে, ৬ই ডিসেম্বর ১৯০৭ সালে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইন্দ্র নন্দী, ভূষণচন্দ্র মিত্র, কালী রায়, প্রভাস দে প্রমূখের নেতৃত্বে। আর দ্বিতীয় ডাকাতি হয় ন্যাতড়ায় ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৯ সালে ললিত মোহন চক্রবর্তী, ইন্দুকিরণ, তিনকড়ি দাস, চুনি নন্দী, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য-এর সক্রিয়তায়।

চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল এই সকল কেন্দ্রগুলি থেকে বিপ্লবতীর্থ জয়নগর মজিলপুর, বিপ্লবী নিকেতন বুড়ুল, সর্বোদ্বয় তীর্থ ডায়মন্ড হারবার, চাংড়িপোতা, কোদালিয়া, হরিনাভি, রাজপুর, মাহিনগর, বারুইপুর, বজবজ, দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, বরানগর। এই সকল কেন্দ্রগুলির নিজস্ব একটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকলেও বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিল। এর পাশাপাশি চব্বিশ পরগনায় সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র রাজনৈতিক অরাজকতা ও বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। স্কুলগুলি হল বহড়ু হাই ইংলিশ স্কুল, ডায়মন্ড হারবার এন্ট্রাস স্কুল, হরিনাভি হাই ইংলিশ স্কুল, সরিষা হাই ইংলিশ স্কুল এবং সুবারবান ফ্রি বিড়িং রুম প্রভৃতি।[৯] এই সমস্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা নিজেদের অঞ্চলে বিট্রিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কাজকর্ম পরিচালনা করতেন বিভিন্ন সমিতির মাধ্যমে।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চব্বিশ পরগনায় বিট্রিশ বিরোধী বৈপ্লবিক আন্দোলন গতিশীল হয়ে উঠেছিল যা স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় বাঘাযতীনের নেতৃত্বে ১৯১৫ সালে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী জার্মান থেকে অস্ত্র আশার অপেক্ষায় হ্যালিডে দ্বীপে অপেক্ষা করে ব্যর্থ হয়।[১০] এস এস কামাগাতামারু জাহাজের যাত্রীগণকে আমেরিকা, কানাডা ঘুরিয়ে বিট্রিশ সরকার শেষ পর্যন্ত চব্বিশ পরগনার বজবজে নামতে বাধ্য করে। বিপ্লবীরা নামতে না চাইলে গুলি চালানো হয়, এই ছত্রভঙ্গ বিপ্লবীদের আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব ছিল চব্বিশ পরগনার বিপ্লবীদের উপর। আইন সভার প্রবেশকে কেন্দ্র করে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজপার্টী গঠন করলে, সে পার্টীর সংগঠক হন চাংড়িপোতার সুভাষচন্দ্র বসু। স্বরাজপার্টীতে যোগদান এবং যুগান্তর দলের কাজকর্ম চালানোর জন্য সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি 'সাধন সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। কোদালিয়ার বিজয় দত্ত ১৯২০ সালে বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যুদিন পালনের অভিযোগে হরিনাভি স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি হরিনাভি, রাজপুর, জগদ্দল প্রভৃতি গ্রামের ছাত্রদের নিয়ে 'ছাত্র সংঘ' (১৯২৭) গঠন করেন। ছাত্র সংঘ পাঠাগারের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালাত। চব্বিশ পরগনার কুন্তল চক্রবর্তী ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। ১৯২১ সালে তিনি বিপ্লবী চারুঘোষ ও জীবনলাল চট্টোপাধ্যায় এর সহযোগিতায় 'সত্যাশ্রয়' সমিতি গঠন করে নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনার উন্মেষ ঘটান। বিট্রিশ বিরোধী যুব মানস গঠন করার জন্য শচীন ব্যানার্জী জয়নগরে 'শান্তি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০-এ ডালহৌসিতে চালস্ টেগার্ট হত্যার প্রচেষ্টায় বসিরহাটের যুগান্তর দলের বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের ফাঁসি হয়। লবন সত্যাগ্রহে ভারতের প্রথম শহীদ হন ডায়মন্ড হারবারের নীলা গ্রামের তরুণ ক্ষেত্রমজুর আশুতেষ দলুই। আশুতোষকে "দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী মহান সন্তান" বলে ঘোষণা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩১, ২৭শে জুলাই মজিলপুরের সাধন সংঘের বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য অলিন্দ যুদ্ধের জীবিত বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর বিচারপতি আর আর গার্লিককে হত্যা করে আত্মঘাতী হন।[১২] এরপর চব্বিশ পরগনার বিপ্লবীদের উপর দায়িত্ব আসে স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক আলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করার। বিপ্লবী সুনীল চ্যাটার্জীর পরিকল্পনা অনুযায়ী দলের গোপন বিভাগের সৈনিক মনি লাহিড়ী ও অনিল ভাদুড়ী ১৯৩২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর ওয়াটসনকে হত্যা করে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।[১৩]

বাংলায় শুরু হওয়া বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রবাহ অগ্নিস্ফুলিংর-এর মতো চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার হাত ধরে চব্বিশ পরগনা জেলাও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল থেকে শুরু করে কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টা, আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা, হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা, রডা কোম্পানীর মশার পিস্তল চুরি, চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন, জর্জ গার্লিক হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্যকলাপে বাংলার বিপ্লবীদের সাথে চব্বিশ পরগনার

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

বিপ্লবীরা যুগ্মভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। আইন অমান্য আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যাওয়ার পর বিপ্লবী আন্দোলন বন্ধ হয়ে আসে এবং বিপ্লবীরা মূল গান্ধীবাদী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে মিশে যায়।

চব্বিশ পরগনার দ্রুত বিপ্লবী আন্দোলন প্রসারের জন্য আধুনিক রাস্তা ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ব্যারাকপুর ট্যাঙ্ক রোড, যশোর রোড যা কলকাতা থেকে বারাসাত হয়ে বনগাঁ পর্যন্ত বিস্তার ছিল। বারাসাত-রাণাঘাট রোড, ডায়মন্ড হারবার রোড, বজবজ রোড বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছিল। এছাড়াও ১৮৬২-৬৩ সালের মধ্যে কলকাতা-সোনারপুর, মগরাহাট, ডায়মন্ড হারবার রেলপথ, দমদম, দত্তপুকুর, গোবরডাঙা-বনগাঁ ও রাণাঘাট রেলপথের বিস্তার ঘটে। এর ফলে একদিকে শাসকশ্রেণী সমগ্র জেলাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণে এনেছিল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। যার ফলে বিট্রিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত ও বিপ্লবী সমিতিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই জনমত গঠন এবং তরুণ বিপ্লবীদের সংগ্রামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, যার মধ্যে অন্যতম হল সোমপ্রকাশ, স্বাধীনতা, বেনু, কালবৈশাখি প্রভৃতি।

চব্বিশ পরগনায় বিপ্লবী আন্দোলনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীগন সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন। এখানকার তারুণ্যের উন্মাদনায় ইংরেজ সরকার যথেষ্ট বিব্রত বোধ করছিল। ভারতের স্বাধীনতা ও অন্ধকার মোচনের জন্য দধীচির মত তারা আত্মোসর্গ করেছিলেন। বুকের মাঝে দেশপ্রেমের আগুন জ্বালিয়ে ভারতবর্ষকে আবার জগৎ সভায় স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন-"স্বাধীনতার বেদীমূলে কতবীর সেনানী প্রাণ বলি দিয়েছিলেন কে তার খবর রাখে। আজকের যুগে দেশের কাজ বলতে যারা কেবল এম.এল.এ বা এম.পি হবার কথা ভাবেন তারা বুঝবেন না যে কেমন করে নিজের সবকিছু গোপন করে আত্মত্যাগ ও আত্মবিলুপ্তির মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে যে যুগের বীর বিপ্লবীরা জীবনদান করেছেন।"

সূত্রনির্দেশ:

১) গণেশ ঘোষ, 'প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বজবজ এবং বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর', তারাপদ ঘোষ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-২৮৪।

২) কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা- উত্তর, দক্ষিণ, সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৫৬।

Siddhanta's International Journal of
Advanced Research in Arts & Humanities
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Impact Factor : 5.9, ISSN(O) : 2584-2692
Vol. 1, Issue 6(1), July-August 2024
(Role of Bengal in Freedom Struggle of India - Special Issue)
Available online : https://sijarah.com/

৩) সাগর চট্টোপাধ্যায়, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও প্রত্নতত্ত্ব একটি রূপরেখা', তারাপদ ঘোষ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-২৩।

৪) ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপরেখা', গোকুল চন্দ্র দাস (সম্পাদক), চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২০০৪, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা-৬৭।

৫) Sumit Sarkar, 'The Swadeshi Movement in Bengal' 1903-08' People's Publishing House, 1973, Page-05.

৬) Amiya Kumar Samanta, (Compiled and edited), Terrorism in Bengal, Govt. of West Bengal, I.B., Vol-1, Page 671.

৭) নলিনী কিশোর গুহ, 'বাংলায় বিপ্লববাদ', প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পুর্ণমুদ্রণ, আষাঢ় ১৪২৯, মিত্রম্, পৃষ্ঠা-৬৪।

৮) লালমোহন ভট্টাচার্য, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী', তারাপদ ঘোষ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-২৫৭।

৯) Amiya Kumar Samanta, (Compiled and edited), Terrorism in Bengal, Vol-IV, File No. 445 of 1913, Govt. of West Bengal, C.I.D., Page-712.

১০) লালমোহন ভট্টাচার্য, 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী', তারাপদ ঘোষ (সম্পাদক), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা, ১৪০৬, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা-২৫৮।

১১) সুকুমার মিত্র, 'গান্ধীজি, সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীরা', ফার্মা কে এল.এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৮।

১২) সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অগ্নিযুগের বাঙলার বিপ্লবীমানস' প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-১১৪।

১৩) সুপ্রকাশ রায়, 'ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম ১৮৯৩-১৯৪৭', র‍্যাডিকাল, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-৩১৭।